

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 227021951

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 227021951

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার, আইডিঃ 227021951 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারজানা আক্তার

আইডিঃ 227021951

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
অমুসলিম দেশে মুসলমানদের বসবাস বিধান	6
অমুসলিম দেশে মুসলমানদের ভ্রমণের বিধান	12
অমুসলিম দেশে মুসলমানদের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান	14
অমুসলিম দেশে ভোট দেয়ার বিধান	22
অমুসলিম ও মুসলমানদের মাঝে সামাজিক সম্পর্কের বিধান	23
জীবিকার তাগিদে অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান	25
উপসংহার	29

ভূমিকা

আজকাল দুনিয়ার মুসলিম দেশের মুসলিমরা প্রতিনিয়ত নানা কারনে অমুসলিম দেশ গুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে।কেউ জীবিকার তাগিদে আবার কেউবা শিক্ষার খাতিরে অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায়।এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে এরা আবার নিজ দেশে ফেরার ইচ্ছাও তেমন পোষণ করে না।অমুসলিম দেশেই স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে।অমুসলিম দেশে অমুসলিমদের কালচারে তারা নিজেদেকে এমন ভাবে মানিয়ে নেয় মনে হয় যেন তারা অনেক সুখেই আছে।

সবচেয়ে বেশি মানুষ বাইরে থাকেন এমন দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও বাংলাদেশি ভাইবোনদের বড় একটি অংশ বাস করছেন ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন অমুসলিম দেশে।

অমুসলিম দেশগুলোতে ইবাদত-বন্দেগির স্বাধীনতা খুব কম থাকে।, অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নিজেদের ঈমান যাতে ঠিক থাকে।দ্বীন পালনে যেন কোনো ছাড় না থাকে।

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, অমুসলিম দেশে মুসলমানের অবস্থান দ্বীনের জন্য কল্যাণকর তখনই হবে, যখন সে তার জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ইসলামের আহকাম গুলো পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে ও তার পরিবারকে দ্বীনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করবে এবং সেখানে দ্বীনের দাওয়া প্রচারে সচেষ্ট থাকবে। অন্যথায় মুসলিমদের অমুসলিম দেশে অবস্থান করা বৈধ নয়।

“শায়েখ আহমাদ উল্লাহ উনার একটা বক্তব্যে বলেন- শুধু মাত্র হালুয়া রুটি খাওয়ার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যাওয়া জায়েজ নয়।”

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের বসবাস বিধান

ইসলামকে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বযুগের সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। কুরআন -হাদিস ও নবী চরিত্রের মাধ্যমে ইসলাম যে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ- শিক্ষা মানব জাতির মাঝে পেশ করেছে, তা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম।

বর্তমানে অনেক মুসলিমই উচ্চতর ডিগ্রি এবং আরো উন্নত জীবিকা নির্বাহের জন্য ,আরো স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে আমেরিকা,কানাডা,অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক এর মত বিভিন্ন অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায় এবং সম্ভব হলে সেখানেই স্থায়ী ভাবে পরিবার নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে,অমুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করা,এটি এমন একটি মাসআলা,যার হুকুম স্থান কাল পাত্র ভেদে,প্রেক্ষাপট পরিস্থিতি এবং বসবাসকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. নিজ মুসলিম দেশে কোনো ব্যক্তির যদি, এতটুকু জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা থাকে,যতটুকুর মাধ্যমে সে নিজ শহরের স্ট্যাটাস অনুযায়ী চলতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহে আরো উন্নতি,আরো স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে কোনো অমুসলিম দেশে যেতে চায়,সে দেশের জাতীয়তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা অর্জন করা সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা, এক্ষেত্রে ইহকালীন পরকালীন কোনো প্রয়োজন ছাড়া সেখানকার অশ্লীলতা বেহায়াপনায় নিজেকে সপে দেয়া হচ্ছে। আর বিনা প্রয়োজনে নিজের দীন-ধর্ম, আখলাক-চরিত্র শরীয়া আহকামকে এক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না।

একজন মুসলিম যখন অমুসলিমদের পরিবেশে বসবাস করে এবং তার দ্বীনি ইলমও তেমন থাকে না সে সহজেই অমুসলিমদের কালচার নিজের মাঝে ধারণ করবে। অমুসলিমদের কালচার সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী, যেমন: তাদের জীবন-যাত্রা, খাদ্য-দ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ, ইত্যাদি। অমুসলিম দেশে গুনাহে লিপ্ত হওয়া অনেক সহজ। ইসলাম যেগুলোকে গুনাহ বলেছে, অমুসলিমদের কাছে সেগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার এবং তাদের সমাজে সেগুলো বৈধ। ইসলামে সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে অশ্লীল কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

একারণে হাদীস শরীফে অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত, অমুসলিমদের সাথে বসবাস করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

من جامع المشركين وسكن معه، فانه مثله-

“যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সাথে চলাফেরা করবে এবং তাদের সাথে বসবাস করবে, সেও তাদের অনুরূপ হবে”।

(আবু দাউদ, আবু দাউদ ২/৩৮৫)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

انا بريئ من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، قالوا يا رسول الله! لم؟ قال لا ترى اي نارهما-

“সেসব মুসলমানদের ব্যাপারে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, যারা অমুসলিমদের সাথে বসবাস করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন, ইসলামের অগ্নি এবং কুফরীর অগ্নি উভয়টি এক সাথে থাকতে পারেনা।

কোনটি মুসলমানের আগুন, কোনটি অমুসলিমের আগুন তোমরা তা পার্থক্য করতে পারবেনা”।

(আবু দাউদ ৩/৪৫)

২. অমুসলিম দেশে মুসলমান বসবাসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শরীয়া নিয়ম মেনে তার ধর্ম ও ঈমান রক্ষা করতে পারবেন এবং সে দেশে বিদ্যমান অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। ইসলামের আহকাম গুলো পরিপূর্ণ ভাবে পালন করতে পারবেন। দ্বীনের ব্যাপারে কোন ছাড় দিবেন না। এক্ষেত্রে মুসলিমরা অমুসলিম দেশে বসবাস করতে পারবে।

এমনিভাবে যদি পরিবার সাথে থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কেও এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, পরিবার শরীয়া আহকাম গুলো পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করবে, দ্বীন মেনে চলবে। তাহলে এ পরিস্থিতিতে তার জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস এবং সেখানকার নাগরিকত্ব অর্জন জায়েয।

৩. এমনিভাবে কাফেরদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিবে, কিংবা সেখানে বসবাসরত মুসলিমদেরকে ইসলামী হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে, কিংবা দ্বীনের উপর অটল অবিচল থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে, এসব উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করা জায়েয এবং ছাওয়াবের অধিকারীও হবে। যেমন বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনগণ এধরনের নেক নিয়তে অমুসলিম দেশে বসবাস করছেন। যা পরবর্তীতে তাদের সুমহান জীবন চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

অর্থ: ‘ঐ ব্যক্তির কথাই চেয়ে কার কথা উত্তম হ’তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে’

(হা-মীম সিজদা, ৪১: ৩৩-৩৪)

আল্লাহ আরো বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

অর্থঃ তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন।

(সূরা নাহল, ১৬: ১২৫)

আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হ'তে পারে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

৪. অমুসলিম দেশে বসবাসের কারনে যদি কাফেরদের জীবন ব্যবস্থার ন্যায় তাদের জীবন ব্যবস্থা হয়ে যায় কিংবা তাদের কালচার গ্রহণের জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করে, এসব উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস করা শরী'আত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম।

আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرُ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

অর্থঃ 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়'

(সূরা আছর, ১০৩:০১-০৩)

যেমন হাদিসে এসেছে,

من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث.
(مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ٣٧٥/٢، ط: قديمى كراچى)

যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন।

(মিশকাতুল মাসাবিহ ২/৩৭৫)

৫. অমুসলিম দেশে প্রথম থেকেই বসবাসরত একজন নওমুসলিম যার জন্য অন্য দেশে বসবাস করা কঠিন এবং সেই দেশে বসবাস করে ইসলাম পালনে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহলে তার জন্যও সেখানে বসবাসের অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রে নওমুসলিমের উচিত তিনি নিজে যেমন দ্বীন পালন করবেন আশেপাশেও দ্বীনের দাওয়া পৌঁছে দিবেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَتَذَكَّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

অর্থঃ এবং উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

(সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৫)

৬. অমুসলিম দেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়া, যদি এমন হয় স্বদেশে এটি অসম্ভব তবে অমুসলিম দেশে যাওয়া জায়েয।

আর যে সকল অবস্থায় অমুসলিম দেশে আবাস গ্রহণ করা জায়েয সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যাওয়াও জায়েয হবে।

তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে,যদি নিজ দেশে ধর্মীয়,জাগতিক শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করা যায়, তাহলে অবশ্যই এই অনৈসলামিক পরিবেশে যাওয়া উচিত নয়।

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের ভ্রমণের বিধান

অমুসলিম দেশে অশ্লীলতা বা গুনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেসব দেশের পর্যটন স্থলে যাওয়া হারাম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ

অর্থঃ তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না’

(সূরা আন‘আম, ৬:১৫১)।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সফর করতে বলেছেন। যেখানে গেলে তাঁর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করা যাবে এবং পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতির শাস্তির কথা জানা যাবে। নিজের ঈমানকে দৃঢ় করা যাবে।

যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ বল, ‘তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ’ কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(সূরা আনকাবুত, ২৯:২০)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

অর্থঃ বল, ‘তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তারপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।’

(সূরা আন‘আম, ৬:১১)।

তিনটিসাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ:

১. ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইলম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

২. তার কাছে এমন দীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

৩. অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বা ভ্রমণ করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ না করে বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া উচিত যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। ইসলামের সৌন্দর্য গুলো উপলব্ধি করা যায় এবং বিভিন্ন অবাধ্য জাতির করুন পরিণতি দেখে শিক্ষা নেয়া যায়। ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানোর মাধ্যমে ইসলামের আহকাম গুলো সুন্দর ভাবে পালন করা সহজ হবে নিজের অন্তরও প্রশান্ত হবে।

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান

অমুসলিম দেশেগুলোতে মুসলিমদের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সে দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়।

“ ১/ যদি নিজ দেশে নির্যাতন বা অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আশঙ্কা থাকে এবং অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ব্যতীত তার কেন উপায় না থাকে তাহলে তার জন্য দু’টি শর্তে অমুসলিমদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ জায়েয হবে।

(ক) নিজের দীন হেফাজতের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

(খ) সেখানের সকল ধরনের শরীয়ত বিরোধী কার্জকলাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

দলিল : (ক) সাহাবিগণ মক্কাবাসি কানফের জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার পর হাবাশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। এমনকি কোন কোন সাহাবি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের আগ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছেন। আবু মুসা আশারি রা. সেখান থেকে ফিরেছেন খয়বার যুদ্ধের সময় তথা সপ্তম হিজরিতে।

(খ) নিজেকে সবধরনের জুলুম থেকে রক্ষা করা একজন মুসলমানের মানবিক ও ধর্মীয় অধিকার।

২/ যদি কোন মুসলমানের জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণ না থাকে এবং তার জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব ব্যতীত আবশ্যকীয় উপকরণের জোগান সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য পূর্বে উল্লিখিত দু’টি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে যাওয়া জায়েয।

দলিল : অন্যান্য ফরজের পর জীবিকা উপার্জন করাও ফরজ। আর এক্ষেত্রে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করে দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনিই তো মহান

সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের অনুগত করেছেন। তোমরা এর বুকের উপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও।

(আল-কুরআন -মূলক,আয়াত :১৫)

৩/ যদি কোন মুসলমান ইসলামের দাওয়াতের জন্য বা সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের নিকট শরীয়তের বিধিবিধান পৌঁছানো জন্য নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তখন সে উক্ত কাজের জন্য সওয়াব পাবে।

দলিল : অসংখ্য সাহাবি ও তাবেরীয় রা. উক্ত প্রসংশনীয় উদ্দেশ্যে অমুসলিমদেশে বসবাস করেছেন। এবং একে তাদের মহত্ব হিসেবে গণনা করা হয়।

৪/ যদি কোন ব্যক্তির নিজ দেশে সাধারণ জীবন উপকরণ থাকে এবং সে সম্পদ বৃদ্ধি ও বিলসিতার জন্য কোন অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাহলে (সেখানে পূর্ণ ইসলাম পালনের অঙ্গিকার সত্ত্বেও) তা জায়েয হবেনা। (মাকরুহে তাহরীমি)

দলিল : কেননা এখানে নিজেকে বিনাপ্রয়োজনে বিস্তৃত গোনাহের দিকে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং বিনা প্রয়োজনে নিজেকে চারিত্রিক ও ধর্মীয় অধপতনেরর ঝুঁকিতে ফেলা হচ্ছে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যারা শুধুমাত্র বিলাসিতার জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তারা কাফেরদের প্ররোচনায় দ্রুত প্রভাবিত হয়। এই কারণে হাদিসে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অমুসলিমদের সাথে বসবাসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসছে। “হযরত সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,যে ব্যক্তি অমুসলমানের সাথে একত্রিত হয় এবং তাদের সাথে বসবাস করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।”

(সহীহ আবু দাউদ ২৭৮৭)

“হযরত যারির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এমন মুসলমানের ব্যাপারে দায়মুক্ত যে অমুসলিমদের মাঝে বসবাস করে।”(মোআলিমুস সুনান,৪৩৭/৩“ মাকহুল রাহি.থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,তোমরা দুশমনদের সম্মুখে সন্তান-সন্ততি ছেড়ে রেখোনা। (মারাসিলে আবু দাউদ, তাহযিবুস সুনান, ৪৩৭/৩)৫/

যদি কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বকে গর্বের মনে করে বা মুসলিম দেশ থেকে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বকে প্রাধান্য দেয় বা জীবনযাত্রায় অমুসলিমদের সাদৃশ্যতা অর্জন লক্ষ্য হয়, তাহলে তার জন্য অমুসলিমদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা হারাম। এটা এত স্পষ্ট বিষয় যে, এ ব্যাপারে আলাদা কোন দলিল উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

মূল(আরবি) : মুফতি তাকি উসমানী হাফি.

অনুবাদ : মুফতি নুরুদ্দিন মাসরুর দা. বা. ”

“অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান:ড. ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.)

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১.যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল,২.পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে।

১. যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল : যেসব দেশে সাধারণভাবেই ধর্মবিদ্বেষ প্রবল। বিশেষত যেসব দেশের মানুষ ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্ভ্রাস বলে এবং যেসব দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামবিদ্বেষ উসকে দেয়, সেসব দেশের স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে ধৈর্যসহ বসবাস করবে এবং দ্বিনের ব্যাপারে যেন শীথিলতা চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অবকাশ হলো,

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

(সুরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

লক্ষ্যনীয়, কোনো মুসলিম দেশ থেকে অমুসলিম দেশে হিজরত (দেশান্তর) হওয়া বৈধ নয়। কারণ ইসলাম নিজ দেশে দ্বীন পালনের সুযোগ না থাকলে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে এমন পরিবেশে যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না, যেখানে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[ۙ]

অর্থঃ নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে’? তারা বলে, ‘আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম’। ফেরেশতারা বলে, ‘আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে’? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

(সুরা নিসা, ০৪:৯৭)

২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে : যেসকল অমুসলিম দেশে ধর্মীয় আচার বিধি মেনে চলার, রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে সেখানে বসবাস করা জায়েজ। যেখানে অমুসলিমরা মুসলিমদের জীবন বিধানে হস্তক্ষেপ করবে না, বিশেষত যেখানে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ এমন দেশে বৈধ উদ্দেশ্যে যাওয়া এবং অবস্থান করা বৈধ। যেমন দ্বীনের দাওয়া প্রচার, চিকিৎসা, লেখাপড়া, চাকুরি ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضِيٌّ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

‘অর্থঃ আল্লাহ জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।

(সূরা মুজ্জামিল, ৭৩:২০)

তবে এমন দেশে অবস্থানের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো নিজের, পরিবারের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বীনদারিতার ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকা। অমুসলিমদের কালচারে পতিত হয়ে ইসলামের আহকাম গুলো থেকে সরে না আসা বা তাদের কালচারের প্রভাবে ঈমান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা তৈরি না হওয়া। যদি সেখানে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যে তার দ্বীনদারিতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে তাহলে দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। জীবিকা নির্বাহ সেখানে যতই প্রাচুর্যময় হোক না কেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা পরিত্যাগ করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

অর্থঃ বল, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত’। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

(সূরা তাওবা, ০৯:২৪)

নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান : কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ কি না—এ বিষয়ে সমকালীন আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তাদের মধ্যে আল্লামা মোস্তফা আল-বারকা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ ও মান্না আল-কাত্তান প্রমুখ আলেম মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকে হারাম বলেছেন।

মিসরের বিখ্যাত আলেম ও ধর্মতাত্ত্বিক হাসান আল-বান্না বিষয়টিকে ‘আকবারুল কাবায়ির’ (জঘণ্যতম কবিরাত্মক গুনাহ) বলেছেন। তাদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

‘মুমিনরা যেন মুমিনরা ছাড়া অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।’
(সূরা আলে ইমরান, ০৩:২৮)

যেসব শর্তে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে : লেখক (ড. ইউসুফ আল-কারজাভি)সহ বহু আলেম মনে করেন, অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ। যদি অমুসলিম দেশের পরিবেশ ঈমান ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর না হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, তবে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের অবকাশ আছে। কেননা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না এমন অমুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

অর্থঃ‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’
(সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮)

এ ছাড়া অমুসলিম দেশের মুসলমানের নাগরিকত্ব গ্রহণ, সেখানে বসবাসের ইতিবাচক প্রভাবও আছে। দ্বীনদারিতা রক্ষা করে, শরীয়া আহকাম গুলো পরিপূর্ণ মেনে চলে অমুসলিম

দেশে বসবাসের ফলে ইসলামের অস্তিত্বকে দৃঢ় করে এবং ইসলাম প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

মুসলমানের অবস্থানের ফলে সেসকল অমুসলিম দেশে মাদরাসা-মসজিদের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যা স্থানীয়দের ইসলাম সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলমানের অনস্তিত্ব ইসলাম প্রসারের পথরুদ্ধ করে। যা বৈশ্বিক ধর্ম ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অমুসলিম দেশে যেভাবে বসবাস করবে : মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পরও জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত একজন অমুসলিম কর্তৃক শাসিত অমুসলিম দেশ হাবশায় অবস্থান করেন। এতে প্রমাণিত হয়, দ্বীন প্রচারের স্বার্থে মুসলিম দেশে বসবাস করা বৈধ।

পবিত্র কোরআনেও দ্বীন প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থঃ ‘হে রাসুল, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা পৌঁছে না দেন, তবে আপনি তাঁর বাণী প্রচার করলেন না।’

(সূরা আল-মায়িদা, ০৫:৬৭)

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, অমুসলিম দেশে মুসলমানের অবস্থান দ্বিনের জন্য কল্যাণকর তখনই হবে, যখন সে তার জীবনে নির্বাহে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং তার পরিবারকে দ্বিনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করবে। যেন তার সমগ্র জীবনেই দ্বিনের নূর ফুটে উঠে।

হাদিস শরীফে এসেছে:

রসূল ﷺ বলেছেন,

وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا»

যে সকল মুসলিমরা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, আমার ওপর তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল, এরূপ কেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেননা তাদের উচিত ছিল অনতিদূরে অবস্থান করা, যাতে একে অপরের আগুন পর্যন্ত দৃষ্টিপাত না হয়।

(আবু দাউদ ২৬৪৫, তিরমিযী ১৬০৪, মিশকাত ৩৫৪৭।)

রসূল ﷺ আরো বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ " . ُ

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ কেউ কোন মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মত।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৭৮৭

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে মুহাদিসরা বলেন, মুসলিমরা অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে বসবাসের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। তার ঈমান নিয়ে যাতে কোনো আশঙ্কার সৃষ্টি না হয়। বিশেষত তার ঈমান ও ইসলাম যাতে হুমকির মধ্যে না পড়ে।

অমুসলিম দেশে ভোট দেয়ার বিধান

“ অমুসলিম দেশে ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে, নির্বাচনটি কি সেটি বুঝতে হবে। যদি প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়ায় এবং তার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দিতে চায়, তাহলে মুসলিম প্রার্থীর বিপরীতে বিধর্মী প্রার্থীকে ভোট দেওয়া যাবে না। তবে, নির্বাচনটি যদি আদর্শ ও নীতিমালা ভিত্তিক হয়, আর মুসলমান ভোটার যে আদর্শ ও নীতিমালাকে পছন্দ করে এর প্রতিনিধি লোকটি যদি অমুসলিমও হয়, তাহলে তাকে ভোট দেওয়া যাবে। কেননা, সে তখন ব্যক্তি নয়। মুসলমানের ফেভারিট নীতি আদর্শের প্রতিনিধি মাত্র। তার প্রতিকও আদর্শের প্রতিক। এর বিপরীতে মুসলমানের আদর্শ ও নীতিমালা বিরোধী কিংবা মুসলিম সমাজের স্বার্থ বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ানো মুসলমান প্রার্থীকেও ভোট দেওয়া যাবে না। যেমন, মুসলিম বাহিনীর অমুসলিম সৈনিক। তাকে নাগরিকরা সাথ দিতে পারে। বিদ্রোহী মুসলমানদেরকে সাথ বা সমর্থন দিতে পারে না।

সূত্র : জামেউল ফাতাওয়া, ইসলামী ফিক্হ ও ফাতাওয়া বিশ্বকোষ।

উত্তর দিয়েছেন : আল্লামা মুফতি উবায়দুর রহমান খান নদভী ”

অমুসলিম ও মুসলমানদের মাঝে সামাজিক সম্পর্কের বিধান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। আল্লাহ ইসলামকে পুরো মানব জাতির জন্য কল্যাণময় করেছেন।

"পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

(সূরা আল ইমরান, ০৩:১৯)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ

অর্থঃ এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।

(সূরা বাকারাহ, ০২:০২)

ইসলাম হল শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। ইসলাম এমন এক সার্বজনীন ও শান্তিময় জীবনব্যবস্থা, যেখানে শুধু মানব সম্প্রদায়ই নয় বরং পশুপাখি ও প্রকৃতির অধিকারও সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। রসূল ﷺ কখনোই কারো হক নষ্ট করেননি বা কারো প্রতি জুলুম করেননি সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

রসূল ﷺ বিভিন্ন সময় ইহুদিদের সাথে লেনদেন করেছেন, তাদের থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং নির্দিষ্ট সময় তা পরিশোধও করেছে। ইসলাম শিক্ষা দেয় কিভাবে প্রতিবেশীদের হক আদায় করতে হয় হোক সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম। কারো প্রতি অন্যায় ভাবে জুলুম করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বানী রয়েছে।

মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক ভালো হবে তার বিরোধিতা ইসলাম করে না। কিন্তু অমুসলিমদের সাথে এমনভাবে চলা-ফেরা করা যাবে না যাতে করে তাদের কালচার মুসলিমকে প্রভাবিত করে যে, মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজ দ্বীন বজায় রেখে ইসলামের আহকাম গুলো মেনে চলে, অমুসলিমদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা জায়েজ।

অমুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থাকা, সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা মানে এই নয় যে তাদের সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণ করা। অমুসলিমদের কালচার বা সংস্কৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে মুসলিমের জীবনে যাতে অমুসলিমদের কালচার প্রবেশ না করে।

কুরআনে বলা আছে,

۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ

অর্থঃ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।’

(সূরা কা'ফিরুন, ১০৯:০৬)

অমুসলিমদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে তাদেরকে সুন্দর ও উত্তম পন্থায় ইসলামের দাওয়াত দেয়া আমাদের দ্বিনি কর্তব্য। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে তাদেরকে দ্বিনের দাওয়া দেয়া, ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থঃ দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা আল বাকারার, ০২:২৫৬)

ইসলামে যদি বল প্রয়োগের বিধান থাকত, তাহলে হজরত রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের পর অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করতেন এবং মক্কায় বসবাসের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। কিন্তু রসূল ﷺ তা করেননি। এতে প্রমাণিত হয়, ধর্মের জন্য জোরজবরদস্তির কোনো বিধান ইসলামে নেই।

ইসলামের আদর্শ হলো শত্রুর সঙ্গেও বন্ধুসুলভ আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ইসলামের সৌন্দর্য দিয়ে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়া প্রচার করা। ইসলাম সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। ধর্ম পালনে কেউ বাধাগ্রস্ত হবে না। যে যার মিত তার ধর্ম পালন করবে। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কোনোরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা কোনো মুসলমানের জন্য সমর্থনযোগ্য নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থঃ আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত।

(সূরা আনআম, ০৬:১০৮)

মহানবি (সা.) মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করার পর সেখানে একটি সনদ নির্মান করেন যা ‘মদিনার সনদ’ নামে পরিচিত। এই সনদে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ধারা রয়েছে। মদিনায় মুসলমান, ইহুদি এবং আওস ও খায়রায গোত্রসহ ১২টি উপগোত্রের বসবাস ছিল। চরম গোষ্ঠীগত মতানৈক্য ও সংঘাতের মধ্যে সব গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা যায় মহানবি ﷺ মদিনাকে তার একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মদিনা সনদের মাধ্যমে শান্তির বার্তাবাহক বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ ﷺ ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সাম্য-মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করে আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন। যত দিন এই সনদ অব্যাহত ছিল ততদিন মদিনায় মুসলিম ও অমুসলিম সকলে শান্তিতে বসবাস করেছে। যেমন-সনদে স্বাক্ষরকারী সব গোত্র-সম্প্রদায় ‘মদিনা রাষ্ট্রে’ সমান অধিকার ভোগ করবে, সব ধর্ম সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকার যথারীতি বহাল থাকবে; কেউ কারও ওপর কোনোরূপ আক্রমণ করবে না, সন্ধিভুক্ত কোনো সম্প্রদায় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ওই আক্রান্ত সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করতে হবে এবং শত্রুদের প্রতিহত করতে হবে, কোনো নাগরিক কোনো অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

বহু ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মদিনার সনদ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদিনার সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তৎকালীন সমাজের গোত্রগুলোর অন্তর্কলহের অবসানসহ নৈরাজ্যমুক্ত, মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবিকার তাগিদে অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

ইসলামে ইবাদাত করা যেমন ফরজ তেমনি হালাল ভাবে জীবিকা নির্বাহ ও হালাল রুজি করাও ফরজ।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে রুজি প্রসঙ্গে বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ َ

অর্থঃ অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

(সূরা জুম'আহ, ৬২:১০)

বর্তমানে অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, চাকুরি করার জন্য অমুসলিম দেশ গুলোতে অবস্থান করে। অনেকে আবার উন্নত চিকিৎসার জন্যও অমুসলিম দেশগুলোর স্মরণাপন্ন হয়।

সাধারণভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়া উচিৎ নয়। কারণ এতে করে মুসলমানদের দ্বীন প্রভাবিত হ'তে পারে, ঈমান নষ্টের আশঙ্কা থাকে।

রাসূল ﷺ বলেন,

‘মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত...’

(আবুদাউদ হা/২৬৪৫)

তিনি আরো বলেন,

‘মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সঙ্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সঙ্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে’

(তিরমিযী হা/১৬০৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(সূরা নাহল, ১৬:১২৫)

“ হালাল জীবিকা অন্বেষণ করাও ফরজ ইবাদতসমূহের পর একটি অন্যতম ফরজ কাজ। আর জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম কোনো জায়গাকে নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বরং জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপক অনুমতি রয়েছে যে, যেখান থেকে ইচ্ছা করবে সেখান থেকে জীবিকা উপার্জন করতে পারবে।

যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور-

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন সুগম, সুতরাং তোমরা তাতে ভ্রমণ কর এবং তার দেয়া জীবিকা থেকে আহার কর, তোমাদেরকে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে”।

(সূরা মুলকঃ আয়াত, ১৫)

তবে বিনা প্রয়োজনে সেখানে চাকরী এবং বসবাসের কোনো অনুমিত শরীয়তে নেই।

(আল্লাহ-ই

ভালো

জানেন)

মুফতী

ইমদাদুল

হক

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)”

“এছাড়া মূলতঃ তিনটি শর্ত সাপেক্ষে কোন মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে যেতে পারে।

(১) হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী জ্ঞান থাকা (২) প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ঈমানী ময়বুতী থাকা (৩) এমন অভাবী হওয়া যে, জীবিকার বিকল্প পথ না থাকা
(উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩/২৪)। ”

উপসংহার

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ইসলামিক জীবন ব্যবস্থায় মানব জাতির জন্য কল্যাণনিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের জন্য ইসলামকে কল্যাণময় করেছেন। মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী কিতাব হিসেবে কুরআনুল কারিম নাজিল করা হয়েছে।

আল্লাহ কুরআন এবং নবী ﷺ এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে দুনিয়ায় বিচরণ করতে হবে, কিসের মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের স্থায়ী বসবাস শরীয়া কখনো সমর্থন করে না কেননা এতে করে দ্বীন নিয়ে আশঙ্কা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কেউ যখন অমুসলিমদের মাঝে উন্নত জীবিকা নির্বাহের জন্য বসবাস করবে তার দ্বীন পালন সহজ হবে না। যেখানে চারদিকে শুধু হারামের ছড়াছড়ি সেখানে নিজের মনকে কিভাবে স্থির রাখবে!

দ্বীন পালনের জন্য উত্তম স্থান থাকা সত্যেও অমুসলিমদের হারামে পরিপূর্ণ পরিবেশে থাকার সিদ্ধান্ত কি বিবেকে একটুও নাড়া দিবে না, যে দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যদিও কেউ এই পরিবেশে নিজের ঈমান বাচিয়ে রাখে কিন্তু তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তা হবে ভয়াবহ।

যদি উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কারন অমুসলিমদের মাঝে উত্তম পন্থায় দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, ইসলামের সুন্দর ও সৌন্দর্যগুলো সবার সামনে সুন্দর করে তুলে ধরা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ

অর্থঃ“তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।”

(সূরা আলে ইমরান, ০৩:১১০)

শয়তান প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কিভাবে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, আমাদের উপর আল্লাহকে অসম্ভুত রাখবে এটাই তার পরিকল্পনা। সবার আগে প্রাধান্য দিবে নিজের ঈমান, দ্বীন-ইসলামকে। সেখানে আমরা যদি সামান্য দুনিয়ার ভোগ বিলাশিতার জন্য এমন স্থানে অবস্থান করি যেখানে ঈমান নষ্টের আশঙ্কা থাকে, এমন স্থানে অবস্থা করে নিজের আখেরাত নষ্ট করার কোনো প্রশ্নই আসেনা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

দুনিয়ার জীবনটা ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

(সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২০)

তাই আমাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন থাকতে হবে। দুনিয়ায় উপর অবশ্যই আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে।